প্রথম আলো
বুধবার, ২৭ জুন ২০১২

নাসার নভোচারীর সাক্ষাৎকার

পৃথিবীকে বাসযোগ্য করতেই মহাকাশ গবেষণা

নাসার নভোচারী রোনাল্ড জে গারান। গতকাল গ্রামীণ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ● ছবি : **জিয়া ইসলাম**

রাহীদ এজাজ ও রাজীব হাসান ●

'প্রথমবার মহাকাশে পৌঁছানোর পর নভোযানের জানালা থেকে পৃথিবীর ছবিটা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বসবাসের জন্য যে গ্রহটা আমরা পেয়েছি, তার সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর এই পৃথিবীটাকে আরও উন্নততর বসবাস উপযোগী করতেই তো মহাকাশের সব গবেষণা। পরিবেশ, খনির সন্ধান কিংবা ভূমিকম্পসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগাম পূর্বাভাস, ওষুধের আবিষ্কার ইত্যাদি গবেষণাই মানবতার ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ।'

মার্কিন নভোচারী রোনাল্ড জে গারান গতকাল মঙ্গলবার *প্রথম আলো*কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে মহাকাশ অভিযান ও লক্ষ্যপূরণের কথা এভাবেই তুলে ধরেন। গতকাল বিকেলে গ্রামীণ ব্যাংক কার্যালয়ে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি কথা বলেন নভোচারী হওয়ার স্বপ্ন, স্বপ্নপূরণ ও আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে।

দুবার সফল মহাকাশ অভিযানের পর মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার এ নভোচারী সম্প্রতি গড়ে তুলেছেন 'ফ্রাজাইলওয়েসিস' নামের একটি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, যার লক্ষ্য পৃথিবী নামের 'বিপন্ন মরূদ্যান'কে আরও মনোরম ও টেকসই করে তোলা। আর উন্নততর পৃথিবী গড়ার প্রত্যয়ে তিনি সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন সামাজিক ব্যবসার প্রক্রিয়ায়। দারিদ্র্যের অভিশাপের পাশাপাশি পানি, জ্বালানিসহ মানবজীবনের প্রাত্যহিক সমস্যার টেকসই সমাধানে সামাজিক ব্যবসার মতো একটি অর্থনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়া কার্যকর বলেই তাঁর বিশ্বাস।

'৬৯-এ চাঁদে মানুষের পদচারণের বছরটিতে আট পেরোনো কিশোর রন গারান। বাড়িতে পরিবার-পরিজনকে নিয়ে সাদাকালো টিভিতে দেখা দৃশ্য বুনে দিয়েছিল নভোচারী হওয়ার স্বপ্নের বীজ। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সেভাবেই গড়ে তুলেছিলেন। পড়াশোনার পাট চুকিয়ে যোগ দেন মার্কিন বিমানবাহিনীতে। আর নাসায় যোগ দেন ২০০০ সালে। দীর্ঘ আট বছরের অপেক্ষার পর তাঁর জীবনে আসে সে মাহেন্দ্রক্ষণ—মহাকাশ অভিযান।

কেমন ছিল প্রথম মহাকাশ যাত্রা? রনের উত্তর, 'এককথায় বলতে গেলে অভূতপূর্ব! এমন এক অসাধারণ গ্রহে বাস, সে তো নভোযানের জানালা দিয়ে বাইরে না তাকালে বোঝার উপায় ছিল না। যতবারই নভোযানে চড়েছি, মুগ্ধ হয়েই সে দৃশ্য দেখে চলেছি। এ মুগ্ধতা যেন শেষ হওয়ার নয়।'

মহাকাশে প্রথম দফায় দুই সপ্তাহ ও পরে প্রায় ছয় মাস কাটিয়েছেন রন গারান। এ অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর মতে, স্বল্প ও দীর্ঘ সময়ে অবস্থানের ফারাকটা খুব স্পষ্ট। তিনি বলেন, দুই সপ্তাহ আর ছয় মাস মহাকাশে থাকার তফাৎটাই আলাদা। দীর্ঘ সময়জুড়ে মহাকাশে অবস্থানে আপনি সহজেই টের পাবেন পৃথিবীর পরিবর্তন; বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তন, বরফ গলে পড়া সবকিছুই।'

দিনে ১৬ বারের পালাবদল : পৃথিবীতে যেখানে ২৪ ঘণ্টায় দিনরাতের পরিবর্তন হয়, মহাকাশে তা ঘটে দিনে ১৬ বার। দেহমনে এ পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে মার্কিন নভোচারী বলেন, 'প্রতি ৪৫ মিনিটে এ পরিবর্তন সবচেয়ে বড় প্রভাবটা ফেলে মনের ওপর। এত ঘন ঘন পরিবর্তন আপনার মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। কাজ করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

এরপর পৃষ্ঠা ৯